সামাজিক সুরক্ষা যোজনা, ২০১৭
(SSY, 2017)

(শ্রম দপ্তর বিজ্ঞপ্তি নং -Labr. / 257/(LC-WB) তারিখ- 03.04.2017 এর মাধ্যমে প্রকাশিত)

অসংগঠিত শ্রমিকদের উন্নতিকল্পে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রচলিত সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলিকে একত্র করে একটি-ই মাত্র প্রকল্পে পরিণত করে, সকল শ্রমিক কে সমান সুবিধা দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে ০১.০৪.২০১৭ থেকে "সামাজিক সুরক্ষা যোজনা, ২০১৭" সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে চালু করা হোল।

১৮ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে সমস্ত মজুরীভুক্ত কর্মী ও স্বনিযুক্ত অসংগঠিত কর্মীদের মধ্যেঃ

১। ক) ৪৬ টি অসংগঠিত শিল্প ; খ) ১৫টি স্বনিযুক্ত পেশায় নিযুক্ত শ্রমিকগন।

২। "ভবন ও অন্যান্য নির্মাণকর্মী (নিয়োগ, নিয়ন্ত্রণ ও চাকুরীর শর্ত) আইন, ১৯৯৬" – অনুযায়ী নির্ধারিত নির্মাণকর্মী এবং এছাড়াও এই আইনের অন্তর্ভূক্ত ইঁট ভাটার শ্রমিক, পাথর ভাঙা ও পাথর গুঁড়ো করার কাজে নিযুক্ত শ্রমিকরা।

৩। পশ্চিমবঙ্গ পরিবহন কর্মী সুরক্ষা প্রকল্প, ২০১০ এ নির্ধারিত ও নিবন্ধীকৃত শ্রমিকরা এই যোজনার অন্তর্ভূক্ত হতে পারবে। উপরোক্ত নির্মাণ কর্মী ও পরিবহন কর্মী ছাড়াও সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে রাজ্য গেজেটে প্রজ্ঞাপিত অন্যান্য শ্রেণীর কর্মীদেরও অন্তর্ভূক্ত করা যাবে।

৪। সদস্য হতে ইচ্ছুক অসংগঠিত শ্রমিককে পশ্চিমবঙ্গে বাস করতে হবে, বয়স ১৮ থেকে ৬০ হতে হবে এবং পারিবারিক উপার্জন মাসে ৬৫০০/- টাকার বেশি হওয়া চলবেনা।

ভবিষ্যনিধি প্রকল্পে ইতিমধ্যেই যে সব শ্রমিকগন নথিভুক্ত আছে, SSY, ২০১৭ তে অন্তর্ভুক্ত হবার জন্য তাঁদের এই যোজনাভুক্ত আর একটি নির্দিষ্ট ফর্ম (ফর্ম -১) ভরতি করে দরখাস্ত করতে হবে। এর পর তাঁরা যেমন মাসিক ২৫ টাকা হারে চাঁদা জমা করে আসছিলেন সেটাই করতে থাকবেন।

নির্মাণকর্মী ও পরিবহনকর্মীদের জন্য সুরক্ষা প্রকল্পে ইতিমধ্যে নথিভুক্ত যে সকল শ্রমিকরা রয়েছেন, তাঁরাও এই যোজনাভুক্ত ফর্ম-১ টি ভরতি করে দরখাস্ত করার পর এই যোজনা তে সদস্য হতে পারবেন। এক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হচ্ছে যে, এই নির্মাণকর্মী ও পরিবহনকর্মীদেরও প্রতি মাসে সরকারি তহবিলে ২৫ টাকা হারে চাঁদা জমা করে ভবিষ্যনিধি প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করতে হবে।

প্রতিটি নথিভুক্ত শ্রমিক কে সামাজিক মুক্তি কার্ড প্রদান করা হবে।

প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা	সামাজিক সুরক্ষা যোজনা
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যানঃ ক) কোন অসুস্থতার - কারণে (ওয়েষ্ট বেঙ্গল হেল্‌থ স্কীম -২০০৮) হাসপাতালে অন্তবিভাগ ও বহির্বিভাগে চিকিৎসা হলে,	উপভোক্তা বা তার পরিবারের সদস্যরা বার্ষিক ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা পেতে পারে। অ) রোগ পরীক্ষার মূল্য - সম্পূর্ণ। আ) ঔষধের মূল - সম্পূর্ণ। ই) হাসপাতালে ভর্তির খরচ - সম্পূর্ণ। ঈ) কর্মদিবস নষ্ট হওয়ার কারণে উপভোক্তাকে প্রথম ৫ দিনের জন্য ১০০০ টাকা এবং বাকী দিনগুলি প্রতিদিনের জন্য অতিরিক্ত ১০০ টাকা করে প্রদান করা হবে। সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা প্রদান করা যাবে।
	উপভোক্তা এবং / অথবা তার পরিবার সদস্যদের দাবী, বৎসরে একবারের অধিক গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু মোট আর্থিক সাহায্যের পরিমান বৎসরে কখনোই ২০ হাজার টাকার সীমা অতিক্রম করবেনা।
খ) শল্য চিকিৎসার ক্ষেত্রে	১) একজন উপভোক্তা এবং / অথবা তার পরিবার এর সদস্যরা সর্বোচ্চ ৬০ হাজার টাকা বাৎসরিক আর্থিক সাহায্য পাওয়ার অধিকারী হবেন। এই সুবিধা নিম্নলিখিত কারণে জন্য প্রদান করা হবে – অ) রোগ পরীক্ষার জন্য - সম্পূর্ণ আ) ঔষধের মূল্য - সম্পূর্ণ ই) হাসপাতালে ভর্তির খরচ - সম্পূর্ণ ঈ) কর্মদিবস নষ্ট হওয়ার কারণে কেবলমাত্র উপভোক্তাকে প্রথম ৫ দিনের জন্য ১০০০ টাকা এবং বাকী দিনগুলি প্রতিদিনের জন্য অতিরিক্ত ১০০ টাকা করে প্রদান করা হবে। কিন্তু কখনোই সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা প্রদানের সীমা অতিক্রম করবেনা।

প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা	সামাজিক সুরক্ষা যোজনা
	২) উপভোক্তা এবং / অথবা তার পরিবারের সদস্যদের দাবী, বৎসরে একবারের অধিক গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু মোট আর্থিক সাহায্যের পরিমান বৎসরে কখনোই ৬০ হাজার টাকার সীমা অতিক্রম করবে না।
গ) দুর্ঘটনাজনিত কারণে	একজন উপভোক্তা দুর্ঘটনাজনিত কারণে ৫ দিনের অধিক হাসপাতালে ভর্তি থাকেল এবং কর্মদিবস নষ্ট হলে, ঐ উপভোক্তাকে প্রথম ৫ দিনের জন্য ১০০০ টাকা এবং বাকী দিনগুলি প্রতিদিনের জন্য অতিরিক্ত ১০০ টাকা করে সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত দেওয়া যাবে। এই সুবিধা কেবলমাত্র উপভোক্তাকেই দেওয়া হবে।

উপরের ক), খ) এবং গ) তে খরচ / ব্যায় এর দাবী শুধুমাত্র সরকারী হাসপাতাল অথবা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থদপ্তর দ্বারা রূপায়িত ডবল্যু. বি.এইচ.এস.-২০০৮ এর পরিকল্পিত খরচ (গুচ্ছাহার / Package) অনুযায়ী তালিকাভূক্ত হাসপাতালগুলিতে গ্রাহ্য হবে বা অনুমোদিত হবে।

মৃত্যু ও শারীরিক অসমর্থ্যতাঃ	
✦ দুর্ঘটনার কারণে মৃত্যু হলে	২ লক্ষ টাকা প্রদান।
✦ সাধারণ মৃত্যুতে	৫০ হাজার টাকা প্রদান
✦ শারীরিক অসামর্থ্যতা	উপভোক্তার নূনতম ৪০% শারীরিক অসামর্থ্যতা থাকলে ৫০ হাজার টাকা প্রদান।
	উপভোক্তার দুর্ঘটনাজনিত কারনে দু'টি চোখেরই দৃষ্টিশক্তি হারালে, দু'টি হাতের কর্মক্ষমতা অথবা দু'টি পায়ের চলচ্ছক্তি হারালে ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। উপভোক্তার দুর্ঘটনাজনিত কারনে একটি চোখের দৃষ্টিশক্তি হারালে, একটি হাতের কর্মক্ষমতা অথবা একটি পায়ের চলচ্ছক্তি হারালে ১ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

শিক্ষা	
✦ একাদশ শ্রেণীতে পাঠরত	বাৎসরিক ৪ হাজার টাকা
✦ দ্বাদশ শ্রেণীতে পাঠরত	বাৎসরিক ৫ হাজার টাকা
✦ আই.টিআই.তে প্রশিক্ষণরত -	বাৎসরিক ৬ হাজার টাকা
✦ স্নাতক স্তরে পাঠরত (কলা / বিজ্ঞান / বানিজ্য)	বাৎসরিক ৬ হাজার টাকা
✦ স্নাতকোত্তর স্তরে পাঠরত (কলা / বিজ্ঞান / বানিজ্য)	বাৎসরিক ১০ হাজার টাকা
✦ পলিটেকনিকে পাঠরত	বাৎসরিক ১০ হাজার টাকা
✦ ডাক্তারি / ইঞ্জিনিয়ারিং (বাস্তুবিদ্যা) পাঠরত	বাৎসরিক ৩০ হাজার টাকা

- ✦ দুটি কন্যা সন্তান পর্যন্ত উপভোক্তাদের স্নাতকস্তর পর্যন্ত পড়াশুনা শেষ করা বা সমকক্ষ দক্ষতা বিকাশই পড়াশুনার জন্য প্রত্যেককে ২৫ হাজার টাকা আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হবে।
- ✦ এই সুবিধা ঐ কন্যাদের পড়াশুনা শেষ হওয়া পর্যন্ত অবিবাহিত থাকলে তবেই প্রদান করা হবে।
- ✦ যে সমস্ত ছাত্র- ছাত্রী এই যোজনার আওতায় আসবেন, তারা কখনোই সরকারের অন্য কোন বৃত্তি অথবা প্রকল্পের সুবিধা নিতে পারবে না।

✦ নিরাপত্তায় প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা বিকাশঃ	উপভোক্তা এবং /অথবা তার পরিবার সদস্যদের বিভিন্ন ব্যবসা - বানিজ্য এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, যাতে তারা বিকল্প অর্থনৈতিক কাজ - করবার, মূলত স্বনিযুক্তিতে সমর্থ হয়। এই প্রশিক্ষণ অবশ্যই উৎপাদনভিত্তিক হবে এবং পশ্চিমবঙ্গ দক্ষতা বিকাশ সমাজ (পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটি ফর স্কিল ডেভলপমেন্ট) কর্তৃক প্রদান করা হবে এবং দক্ষতা বিকাশের জন্য এই রাজ্যে সরকারের মধ্যস্থতায় উপনীত মূল্য ও অন্যান্য সাধারণ নিয়মাচার মেনে চলবে।